লেখকের অন্য কয়েকটি বই :

বাবরের প্রার্থনা

শ্রেষ্ঠ কবিতা

নিহিত পাতালছায়া

আদিম লতাগুল্মময়

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

নিঃশব্দের তর্জনী

ছন্দের বারান্দা

সকালবেলার আলো

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক

সূচীপত্র

দিনগুলি রাতগুলি

যমুনাবতী

ধানে গানে বসুধায়

দিনগুলি রাতগুলি

দিনগুলি রাতগুলি

[ইভাকে]

৭ জানুয়ারি। রাত্রি

হে আমার সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো।
ঐ তার আলুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ আমার স্নান,
বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা—
কী লাভ কী লাভ তাকে অবিশ্রাম ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্যে পুঞ্জ ক'রে ?
কিংবা তাকে মহত্ত্বের শিখরে ছুটিয়ে নিয়ে অবশেষে নির্বাধ প্রপাতে
অন্তহীন অন্তহীন অন্ধকারে বিসর্জন ক'রে
কী লাভ কী লাভ ?

তাই

এমন আকাশ হবে তোমার চোখের মতো ভাষাহীন নির্বাক পাথর, দৃষ্টি তার স্থির হবে মৃতের প্রাণের মতো উদাসীন নির্মম শীতল, তুমি আছো সর্বময় রাত্রির গহনে মিশে—আমি এক ক্লান্তির কাফনে, তুমি যদি মৃত্যু আনো অবসাদে মূক আর কঠিন কুটিল রাত্রি জুড়ে—
হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা,
মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা,
আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে দুপুরে বিকেলে
এবং আমাকে বলো, 'মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন' :
আমি হব তাই
তৃণময় শান্তি হব আমি ॥

৮ জানুয়ারি। সকাল

ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না। আবার প্রভাত হলে

পৃথিবী উন্মুখ হবে, রৌদ্র হবে ব্যাধের মতন। আমাকে হানবে তারা বড়ো!
তার চেয়ে তমস্বিনী রাত্রি ভালো আজ, তামসীরে মেরো না মেরো না—
ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না উঠো না।

৮ জানুয়ারি। দুপুর

হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।
আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করো দিগঞ্চল—দীর্ঘ করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত করো ছায়াস্তৃত একখানি ধূসর-বাতাস-ঢালা অকরুণ আলোর মালায়,
আমাকে গোপন করো তুমি।

৮ জানুয়ারি। রাত্রি

আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়, প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরে, ভয়ে কাঁপে দূর-দূরান্তর।
কত বলি, কত ভালোবেসে মৃদু স্বরে-স্বরে বলি তাকে, ের দুরন্ত চোখ, স্পর্শ তাকে ক'রো না ক'রো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অন্তহীন সে পেয়েছে শুধু একখানি
অবসন্ন দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ
সেই তার ভালো।
কত বলি শোনো তুমি অনকাশহারা গূঢ় ব্যথায় আরক্ত-চিত্ত, শোনো। লজ্জার আনীল বিষে মুখ তুমি ঢেকো না ঢেকো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু
যন্ত্রণার ডালা।
সেই তার ভালো।

৯ জানুয়ারি। সকাল

'এখানে ঘুমায় এক মানবহৃদয়, তার জলে লেখা নাম।'
কবিদেব, কেবল বেদনা—আহা কেবল বেদনা বুঝি ভালোবাসে তোমার হৃদয়!

মাটির শীতল স্পর্শে অবিরাম অবিরাম কবর কামনা করো তাই? কতদিন মুঠো মুঠো এমন প্রভাত তুমি ধরেছ কিশোর? কতদিন সূর্য থেকে মাটি থেকে শূন্য থেকে ধরেছ আকুল মনোভারে
একখানি শিথিল প্রণয়?
অবশেষে একদিন জলে-লেখা-নাম কবি মাটির বাসরে ঘুম রচে।

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।
বেদনার শাদা ফুলে আকাশ নিবিড় হবে, অবকাশে ভ'রে যাবে প্রাণ। অবশ বিরামভরা এ পদচারণা তার পুঞ্জ হবে ভাষার আলোকে। আকুঞ্চিত দুটি হাতে আঙুলে আঙুলে তুমি টেনে নেবে গান—
অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী
রাত্রির আবেশে মগ্ন হবে—
তবু সে প্রেমের রাত্রি তার!

কবি তুমি যেয়ো না যেয়ো না।

১১ জানুয়ারি। দুপুর

সুন্দর কবিতা সখী!
যখন বিষণ্ণ তাপে প্রধূম গোধূলি তার করুণাবসন ফেলে সূর্যমুখী পৃথিবীকে ঢাকে, কঠিন বিলাপে কাঁপে উপশিরা-শিরা, জ্যোতিষ্কলোকের রূপসীরা একে একে ছিন্ন করে দয়িত-আকাশ, যখন প্রেমের সত্য ভুবনে ভুবনে ফেরে করুণ লেখায়, তুমিও আসন্ন চন্দ্রে মেলে দাও হৃদয় তোমার, আমি থরোথরো শীতে যন্ত্রণার শিখা মেলি আতপ-তির্যক, যখন পৃথিবী কাঁপে মৃততেজা মুঠোতে আমার—

তখন কবিতা মিতা, প্রিয় থেকে প্রিয় সখী, সুহৃদ, সুন্দর!

জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ।

মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয়-যখন, দেখি তোমারই বিকাশ।
কুয়াশা-উথাল জটা দিক দিক ভরে যদি তোমারই বিকাশ।
স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই, সেখানেই তোমার বিকাশ।

তখন কবিতা মিতা প্রিয় থেকে প্রিয় সখী সুহৃদ সুন্দর!

কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ—
উদাস পাগল গভীর স্বরে
ডাক দে তারে ডাক দে!
ভাঙতে কাঁকন, ছিঁড়তে বাঁধন
কুলোয় না তার সাধ্যে
কবি রে, আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য!

বহো রে	আলোর মালা	অবশা	রাত্রি ঘিরে
মেঘের ওই	আকাশ ছিঁড়ে	ঝরে রে	বেদন-সুরা
কবিতা	কল্পলতা	আকুলা	চঞ্চলতা
বাঁধে রে	যন্ত্রণা তার	বাঁধে সে	তমস্বিনী ॥
বহো রে	আলোর মালা	গগনে	দাও ছড়িয়ে
দহনে	দগ্ধ ক'রে	হৃদয়ে	ঝিলিক করো—
মেঘে কে	জাগছ তুমি	জাগো কে	শূন্যপুরে?
কবিতা	সূর্যলতা	হৃদয়ে	চক্ষে জ্বলে ॥
বহো রে	আলোর মালা	তামসী	কণ্ঠ জুড়ে—
তবু কে	কাঁদছে সুরে?	কবি কি	নিত্য কাঁদে?
কবি, সে	নিত্য কাঁদে	আকাশে	নিত্য বেদন:
বহো রে	আলোর মালা	ছেঁড়ো রে	কালোর বাঁধন ॥

১২ জানুয়ারি। রাত্রি

বাসনা-বিদ্যুতে তুমি ছিন্ন করো চরিত্রের মেঘ। প্রভূত-আবেগ-পুঞ্জ চেতনার

বৃষ্টি করো আলুথালু প্রকৃতির মুখে। রজনী শাঙন-ঘন, জীবন ময়ূর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ।
প্রেমের বিকীর্ণ শাখা ফুলে-ফলে জ্বলে। জেগে ওঠে ধীরে ধীরে একখানি তপ্তহত পরিপূর্ণ মুখ। রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।

অবগুণ্ঠিতা

রাত্রির জীবন আমি নৈঃশব্দ্যের নিভৃত কান্নায়
ভ'রে দিই। রাত্রি তুলে ধরে তার দ্বিপ্রহর মুখ—
সে মুখে বিষণ্ণ ব্যথা বলিরেখা আঁকে অহরহ।
আমারই চেতনা তার উচ্চকিত প্রচণ্ড বন্যায়
ভেঙে যায়, রাত্রি বলে চুপি চুপি, ঝরুক ঝরুক,
তোমার হৃদয় ঝ'রে প'ড়ে যাক মৃত্যুর অসহ
নগ্ন বুকে। রাত্রির ললিত দেহ ভ'রে দি কান্নায়।

পৃথিবী তোমাকে আমি দেখি নি, দেখি না কতদিন!

হে নিবিড় রাত্রি, তুমি কী লাবণ্য ছড়িয়েছ চুলে
মৃদু মৃদু মায়া ঢেলে, চিবুক নেমেছে ক্লান্ত হাতে
ধীরে ধীরে, আর তুমি অন্যমনে বিশীর্ণ আঙুলে
জড়িয়েছ অবসন্ন জ্যোৎস্নার আঁচল। নিত্য তাতে
দুফোঁটা করুণ মেঘ বৃষ্টি হতে চায় বার বার,
অশ্রু হতে চায়, আর তুমি প্রিয় নিঃসীমতা তুলে
গুণ্ঠন ঢেলেছ মুখে। বসে আছো প্রতীক্ষায় তার।

পৃথিবী তোমাকে আমি দেখি নি, দেখি না কতকাল!

আকাঙ্ক্ষার ঝড়

এপার-ওপার-করা নিঃঝুম নির্জনতায়
অন্ধকার সন্ধ্যার অজস্র নিঃসঙ্গ হাওয়ায়
তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘের মতো ঠাণ্ডা, চাঁদের মতো বিবর্ণ
শাদা পাণ্ডুর মুখ
প্রকাণ্ড আকাশের দিকে।

দূর দেশ থেকে আমি কেঁপে উঠছি
আকাঙ্ক্ষার অসহ্য আক্ষেপে—
তোমার মুখের শাদা পাথর ঘিরে কাঁপছে
আর্তনাদের প্রার্থনার অজস্র আঙুলের মতো ক্ষীণ গুচ্ছ চূর্ণ কেশদাম
অন্ধকার হাওয়ায়।

মেঘে মেঘে আকাশের ভারি কোণ পুঞ্জ হ'য়ে ওঠে,—
তারই মধ্যে ইচ্ছের বিদ্যুৎ ঝিলকিয়ে যায় তীব্র জোরে বারংবার
প্রচণ্ড আবেগে ফেটে-পড়তে-চাওয়া ভালোবাসার দুরন্ত ঢেউ
অস্থির ক'রে তোলে অন্ধকারের নিঃসীম ব্যবধান
মগ্ন স্থির মাটির ঘন কান্তি।
তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘের মতো ঠাণ্ডা, চাঁদের মতো বিবর্ণ মুখ
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত চুপ মাটির ঢেউয়ের মতো স্তন
প্রার্থনায় অবসন্ন ব্যাকুল বিশীর্ণ দীর্ঘ প্রত্যাশার হাত
সেই বিক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড আকাশের দিকে—
আর তাই ঘিরে অন্ধকার, গুঁড়ি গুঁড়ি চুল,
নিঃসীম নিঃসঙ্গ হাওয়ায় অজস্র স্বরের বাজনা।

ক্রমশ প্রস্তুত সৃষ্টি, যেন
ভীষণ মধুর লগ্নে দুঃসহ বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ে তার আকাঙ্ক্ষার মেঘ
তোমার উদ্ধত উৎসুক প্রসারিত বিদীর্ণ বুকের মাঝখানে
মিলনের সম্পূর্ণ মায়ায়—

তার পর, ভিজে এলোমেলো ভাঙা পৃথিবীর আবর্জনা সরিয়ে
সুন্দর, ঠাণ্ডা, মমতাময়ী সকাল।

হিমানী

আমার হিমগৃহ হিমের কুন্তল ছড়িয়ে চুপচাপ
বলবে ইতিহাস, আমার ভয় সেই বেদনাকেই।
শীতের বলিমুখ অন্ধ এ বাতাস। জীবন অভিশাপ :
প্রেমের অবসানে আমার ভয় সেই বেদনাকেই।

তুমি তো বিস্তার ক'রেও যেতে পারো প্রদীপ টিমটিম
প্রেমের ছায়া-হরা বছর কেটে যায় উদার নিঃসীম।
তুমি তো বিস্তার ক'রেও যেতে পারো তোমার সিঁথিমূলে
অরুণ আশাটিকে নতুন লালে লালে ভ'রেও এলে পারো—
শিখাকে আরো আরো জ্বালিয়ে দিলে পারো সলতে তুলে তুলে :
আমার ইতিহাস গুহায় বসে বসে দুহাতে মালা বোনে।

আমার হিমগৃহ হিমের কুন্তল ছড়িয়ে নিঃঝুম
চোখের ঢালু কোলে শীর্ণ জলরেখা চিবুকে নেমে আসে—
যে-ব্যথা ঢেকে রাখো গোপনে, মাথা পেতে সে বুকে নিঃঝুম
তোমার কালো নদী চিবুকে ক্ষত ঢেলে সে-বুকে নেমে আসে !

সুদূর হিমগৃহ, আমার আমরণ তোমাকে ঢেকে থাক্।

পিলসুজ

সান্ধ্য-শহর এ কোন্ প্রান্তে নির্জন নীড় বাঁধে কৌশলে !
ঢেলেছি আমার মুখখানি তার দুঃখের কুন্তলে পলে পলে
হায় রে তিমির অন্ধ !
অন্ধ তিমির এ কী বিচিত্র কোরকে কোরকে ঢেকেছে সবুজ—
এলোমেলো দূর একখানি কালো আকাশের মালা ঢালা ঘাসে ঘাসে
হায় রে তিমির অন্ধ !

থরে থরে ঘন নিবিড় গহন কুন্তলে ঢেকে ক্লান্তিমোহন
লাবণ্যভাঙা মুখ—
তুমি প্রেয়সীর মতো ব্যথা তুলে তর্জনী তুলে শাসন তুলেছ—
সান্ত্বনা নয় সান্ত্বনা নয়, শুধু কৌতুক-
পালা !

স্তব্ধ রজনী জেনে জেনে যায় নিদ্রাবিহীন জ্বালা !!

তবু গর্বিতা অন্ধ বন্ধ তামসে হৃদয় ডাকে
প্রলয়ভঙ্গে টেনে এতদূর 'থামো' সে বলেছে কাকে ?
তিমিরের ফেনা ভেঙেছে দুধারে বিচলিত বাঁকে বাঁকে—
চঞ্চল চলা থামে না, প্রেমের আঁচলে তন্দ্রা ঢাকে ।।

ইতস্তত একটি-দুটি গাছ
ভেঙেছে বুক তিমিরসন্ধ্যার
যন্ত্রণায় ঘন গভীর চোখ
পাতায় পাতায়, একটি দুটি গাছ !

সারা শহর দিনের বাজ ফেলে
কাঁপছে রণরঙ্গে থই থই
এখানে তার প্রাণের মতো সখা
তিমির-ছেঁড়া একটি দুটি গাছ !

আমার মাটি যন্ত্রণায় কাঁপে
শিকড়ে তারই অন্ধ আক্ষেপ
তুলেছে বুকে যন্ত্রণার ধারা
পাতা পাতায়, একটি-দুটি গাছ !

পুঞ্জধার কুয়াশা ঘন-স্রোতে
শাদা নদীর প্রপাত-মতো নামে
প্রেমেরই মুখে চলেছি অবিরত—
আমার পাশে একটি-দুটি গাছ !

একটি গাছ পিলসুজ ছড়িয়ে পড়ে তাতে
হঠাৎ জাগা জ্যোৎস্নার শিখার কণিকা কি ?
দুঃখ নেই কার কার ? এসো না এই পথে—
একটি ছোট গোল কুঁজ মাটিতে মুখ রাখি !
একটি গাছ পিলসুজ চাঁদেব শিখা তাতে।

হোম ক'রে নাও

রহস্যবুক শর্বরী, তুমি অন্ধকারের তৃষ্ণাতুষার
আনছ, গভীর-কণ্ঠে বলছ 'সমুদ্রে ঝাঁপ দিস্ না'—সাগরে
তবু ঝাঁপ দিতে হলো।

তবু ঝাঁপ দিতে হলো হলো এই কলকল্লোল
জলে এলোমেলো প্রাণের সকল সজল কুসুম
ফেলতেই হলো, ঝড়-জল-জলে
গর্জন ক'রে
নামতেই হলো পথে পথে, আর শর্বরী তুমি এমন হাসিতে
হাসছ কেমন ক'রে—
গভীর গভীর ছবির স্বপ্নে হাসছ কেমন ক'রে ?

অতীত-মধ্য কালের লোধ্রলোচন তোমার
লিপিবিহ্বল চোখে চোখে ঢালে কোন্ লালসার
মল্ল আষাঢ় !
ঝিপি ঝিপি পড়ে প্রত্যাখ্যান স্বপ্ননীবীর
কোন্ লালসার আষাঢ়ে আকাশ
ঝিপি ঝিপি ভাঙে মত্তধারায় !

সেই আকাশের এককোণে তার মেঘ খুলে দেখি
তোমার চোখ
অজস্র তার তিমির তিমির হাতে নিয়ে দেখি
চোখের জল
বর্ষণসার। মাটিতে মাটিতে তোমারই ঠোঁটের
গভীর দাগ

দুরান্ত দূর আকাশে তোমার
মণি-নিষ্প্রভ চোখ দেখে দেখে চিৎকার ক'রে কী ব্যাকুল হাতে
চোখ ঢাকবার মন ঢাকবার যেই আয়োজন—অমনি তোমার
বিদ্যুদ্ধর কঙ্কণক্কণ বেদনাবন্ধ জাপটাল ঝাঁপি!
রুদ্ররন্ধ্র বেদনাবন্ধ
জাপটাল, তুমি চক্ষু ঢেকো না চক্ষু ঢেকো না—সসাগরা ধরা
সেই আকাশের এককোণে আর মাটিতে মাটিতে তিমিরে তিমিরে
অশ্রুমতীর দুঃখবতীর ব্যথাবেদনার দুঃখরতির
তিমিরে তিমিরে ভরসা কাঁপায়—
ভয় নেই আর ভয় নেই তুমি আমাকেই পারো যজ্ঞে ঢালতে
আমাকেই তুমি হোম দিতে পারো
ভয় নেই!

শহরোপান্তে চাপা সন্ধ্যার চুপ নেমে আসে চুপচাপ ক'রে
আমি পথে আছি নিথর, আমার মন হেঁটে যায় চুপচাপ ক'রে
সেই কালো দূর দূর্বার বুকে ঠোঁট চেপে চেপে চুপচাপ ক'রে
কান্না কান্না কী কান্না আর বিষাদকে তার ভিজোল, আমায়
উচ্চ-চকিত শববোল্লাসে দুরন্ত বিষতীর বিঁধে বিঁধে
নিয়ে যাও এই ঘর থেকে আর হোম ক'রে নাও আমাকে তোমার
ছলনাবালার আশ্লেষশেষ ক্ষীণ-অবশেষ আমাকে তোমার
হোম ক'রে নাও—দুরন্ত-ঝড়-কল্লোল তুলে আমাকে তোমার
হোম ক'রে নাও হোম ক'রে নাও!

অতীতমধ্য কালের লোধ্রলোচন তোমার
লিপিবিহ্বল চোখে চোখে ঢালে সেই লালসার
মল্ল-আষাঢ়, শর্বরী তুমি এমন হাসিতে
হাসছ কেমন ক'রে!
গভীর গভীর ছবির স্বপ্নে হাসছ কেমন
ক'রে!

উজ্জীবন

আমাকে সেই কবিতালোকে উদ্‌ভাসিত করো।
লাবণি-হিম মুখের ছায়া করেছ বিস্তৃত
হৃদয়ে, দিকে-দিগন্তরে। কে কাঁপে থরোথরো
হিমবতীর ছোঁয়ায় হিম? আলোয় উপনীত
ফুলের চূড়া, কবিতালোক উন্মথিত করো।

তুচ্ছ নীল বেদনা যদি ঘনিয়ে ওঠে বুকে
বেদনাবতী—ধূলোতে তারা লুটোবে, তারও আগে
আমার প্রতি-রক্তকণা কবিতা করো করো।
ছিন্ন করো আমাকে তুমি, ব্যাপ্ত কৌতুকে
মথিত করো দীর্ণ করো প্রবলঝড়-রাগে
আমাকে দৃঢ় রুদ্ররেখা কবিতা করো করো
অশনি হানো জরতী ক্লীব ক্লিন্ন চোখেমুখে।

রাত্রি তুমি আমাকে আর ক'রো না বারে বারে
পুঞ্জশব গলিতমুখ। যৌবনের তেজে
প্রেয়সী তুমি রক্তে তার উন্মাদনা ভরো।
এই যে নীল অন্ধকার, এই যে সারে সারে
সূর্যরেখা, এই যে মেঘ, এই যে ধূলি—সে যে
আমারই মুখ—আমায় ভেঙে কবিতা করো করো,
রাত্রি তুমি বাঁধো আমায় যৌবনের ভারে।

আমাকে সেই কবিতালোকে উজ্জীবিত করো।

বাউল

বলেছিলাম, তোমায় নিয়ে যাব অন্য দূরের দেশে
সেই কথাটা ভাবি,
জীবনের ওই সাতটা মায়া দূরে দূরে দৌড়ে বেড়ায়
সেই কথাটা ভাবি।
তাকিয়ে থাকে পৃথিবীটা, তোমার কাছে হার মেনে সে
বাঁচবে কেমন ক'রে!
যেখানে যাও অতৃপ্তি আর তৃপ্তি দুটো জোড়ায় জোড়ায়
সদরে-অন্দরে।

উদাসিনী নও কিছুতে—বুঝতে পারি তোমায় বুকে
অন্য কিছু আছে,
যন্ত্রণা তার পাকে পাকে হৃদয় খোলে, সে খোলাটার
অন্য মানে আছে।
ঘুমের মধ্যে দেখি আলোর ভরা-কুসুম নীলাংশুকে
বাঁধতে পারে না এ:
উঠেই দেখি কী বিচিত্র, একটি আঁচড় লাগে নি তার
ভালোবাসার গায়ে!

বলেছিলাম তোমায় আমি ছড়িয়ে দেব দূর হাওয়াতে
সেই কথাটা ভাবি
তোমার বুকের অন্ধকারে সুখ বেজেছে মদির হাতে
সেই কথাটা ভাবি।

স্তব্ধ সুদূর প্রান্ত

স্তব্ধ সুদূর প্রান্তে ওড়াও উত্তরীয়
দৃষ্টি মেলুক দেশান্তরের মুগ্ধ হাওয়া
যুক্তচরণ ছন্দে প্রাণের মুক্তি নিয়ো
সমাপ্ত হোক সমাপ্ত হোক ক্লান্ত চাওয়া।
তাই নিয়ে যাই করুণ মুখের অন্ধকারে
চুপ থাকা এই মন ভেঙে যাক একশোধারে !

স্তব্ধ সুদূর প্রান্তে প্রাণের জয়ধ্বজা
বক্ত নাচায় শ্রান্তিবিহীন হাতছানিতে—
যতই ব্যাকুল চক্ষে তাকাই, অন্ধ বোঝা
হারায় হারায় দীর্ঘ ভারে, মিথ্যে শীতে।
তাই দিয়ে যাই করুণ ছবির অন্ধকারে
গানের মতন পাইনা আমি পাইনা তারে।

স্তব্ধ সুদূব প্রান্তে হাওয়ায় দীপ্ত আলো
ঝলমলালো ব্যাপ্ত আশার কীর্ণ আবীর
কাঁপতে থাকা আকাশে তাব আগুন ঢালো
চমকে উঠুক হৃদয়খানা সে-বিদ্রোহীর—
এইটুকু চাই করুণ চাওয়ার অন্ধকারে
দাও ভেঙে দাও স্তব্ধ সে চোখ অশ্রুভারে।

পলাতকা

প্রলাপমগ্ন কড়ি-কাঠ-গোণা দিবাস্বপ্নকে খতিয়ে
দেখো পালিয়েছে ক' টিয়ে --
লাল-ঠোঁট টিয়ে অমূল্যকাল আচমকা গেছে কাটিয়ে !

তর্জনী, পরো মিজ্‌রাপ, আর
নায়কীতে দাও ক্ষীণ টান—
সময় তোমার বিলাসপণ্য
তোমাকে আমরা চিনতাম !

এই দিগন্ত দেখে গেলাম
এখানে জীবন তথৈবচ !
বলে, এ-জন্ম মিছে নীলাম
আগামী স্বপ্ন যতই রচ।

প্রাণধারণের দিনযাপনের গ্লানি ?   নাকি তারা হর্ষ ?
একটি ধানের শিষের উপর
সকল জীবন ভরসা !
কবন্ধ মাঠ ,   ধান খেয়ে গেছে বুলবুলি আর বর্গি
অগত্যা তুমি শ্রীযুধিষ্ঠির—
মহাপ্রস্থান স্বর্গে।

মিছে উশ্‌কালে সল্‌তে
তেল বাড়ন্ত শিয়রে।
এটুকু আর্জি বলতে
ডাক দেবে যেই প্রিয়রে

সে প্রিয় তখন ধুঁ ধু মাঠ জুড়ে খাজনার ধান খুঁজছে
কতটুকু বলো কুলায় করুণ
রঙিন তরুণ সহে ?

সময় তোমার বিলাসপণ্য
তোমাকে আমরা চিনতাম—
তর্জনী, পরো মিজ্‌রাপ, আর
নায়কীতে দাও ক্ষীণ টান !

যমুনাবতী

কবর

আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন—
নিচে কি তার একটুও নয় ভিজে?
ছড়িয়ে দেব দুহাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগে নি তা—
পথের কোণে ভরসাহারা পড়ে ছিলাম সারাটা দিন
আজ আমাকে গ্রহণ করো মিতা!
আর কিছু নয়, তোমার সূর্য আলো তোমার তোমারই থাক
আমায় শুধু একটু কবর দিয়ো
চাইনে আমি সবুজ ঘাসের ভরা নিবিড় ঢাকনাটুকু
মরাঘাসেই মিলুক উত্তরীয়।

লজ্জাব্যথা অপমানে উপেক্ষাতে ভরা আকাশ
ভেঙেছে কোন্ জীবনপাত্রখানি—
এ যদি হয় দুঃখ আমার, তোমায় নয়তো এ অভিযোগ
মর্মে আমার দীর্ঘ বোঝা টানি।
সেদিন গেছে যখন আমি বোবা চোখে চেয়েছিলাম
সীমাহীন ওই নির্মমতার দিকে—

অভিশাপ যে নয় এ বরং নির্মমতাই আশীর্বাদ
হে বসুধা, আজ তা শেখেনি কে।

রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি
রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা
টানাটানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা
থামল না আর মরুবালুর হাঁটা!
যে পথ দিয়ে সূর্য গেল ছায়াপথও তার পেছনে
হারিয়ে যায় লুকিয়ে যায় মিশে
ঘোড়ার ক্ষুরে থিঁতাল বুক অলজ্জ সে আলোর ধারা
দীপ্ত দাহ ভরেছে চোখ কিসে!

কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ শেষ প্রহরে ভাসাল স্বর
'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে,
ঋজু কঠিন সব পৃথিবী হাড়ে-হাড়ের ঘষা লেগে
অক্ষমতা তোমার চোখের পলে।'
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মাটি আকাশ বাতাস যখন তুলবে দুহাত, আমার হাড়ে
অস্ত্র গ'ড়ো, আমায় ক'রো ক্ষমা।

পৃথিবীর জন্য

আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত ক'রে নাও।
যদি আমি অন্যমনে অন্যপথে নিভৃত রেখায়
শালপ্রাংশু অরণ্যকে ভীরু হাতে সুপ্ত ক'রে আনি,
যদি আমি বজ্রমূল মেঘে মেঘে উধাও উধাও
স্বপ্ন ঢালি, যে-চোখ ঝড়ের রাত্রে বিদ্যুৎ বাঁকায়
যদি তাকে চুম্বনের ক্লীব দানে করি শ্লথবাণী—
আমার বন্ধন থেকে তাহলে পৃথিবী মুক্তপাণি
করো। শুধু ভ'রে দাও পৃথিবীকে উন্মাদ কেকায়,
বৃষ্টি হোক ঝড়ে।

আমার দুঃখের রাত্রে পৃথিবীকে কৃপণের মতো
ভালোবাসি, সে আমার জয় নয়, ভীরুর আশ্রয়!
আমার আশ্লেষ-জীর্ণ পৃথিবীকে ভিন্ন করো করো,
প্রচণ্ডের বর্শা তুলে বুকে বিঁধে আমাকে আহত
করো তুমি, রেণু রেণু ক'রে তুমি আমাকে বিলয়
করো আর পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে থরোথরো
ব্যাপ্ত করো সেই রেণু! আমার জীবন থেকে বড়ো
পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে, ভয়
জীর্ণ তার ঝড়ে!

আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করো তুমি!

শিশুসূর্য

এ কোন্ দেশ ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার
ক্ষীণকায় শিবিরের বজ্র-আলিঙ্গনে হুতাশী জনসঙ্ঘের গুরুসংখ্যা—
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে
আমার রাত্রি আমার দিন তার কটাক্ষে বিপন্ন দয়িত
এ কোন্ দেশ ?

এ কোন্ চঞ্চল প্রাণ অন্ধকার যন্ত্রণার গর্ভচ্ছেদ ক'রে
বর্বর-আদিম-শাপ মুক্ত হতে চায় বারবার,
নিত্য চায় বহির্মুখ শিশুসূর্য শিশুকলি শিশুসুন্দরের
অন্তরীণ আলোকণা সোনালি জটাতে রচে শুভ্র নবকায়া !
এ কোন্ চঞ্চল প্রাণ বন্ধদ্বার দেয়ালে দেয়ালে
অনিবার মাথা কুটে বীভৎস রক্তিম উপহাসে
নিত্য চায় বহির্মুখ শিশুসূর্য শিশুকলি শিশুসুন্দরের
শুভ্র নবকায়া !

তেজকরুণ সূর্য,
তমালতালী বনরাজিনীলা,
শ্যামলী চক্রবাল, স্তবকাবনম্র ফুল্ল কুসুমপুঞ্জ !
জানি তার প্রচণ্ড সৌন্দর্যের অন্তর্ময় ছিন্ন শতলেখা
কত অভিসারলগ্নে জয়চিহ্ন আঁকে ললাটে ললাটে।
তার সুনিবিড় উষ্ণ প্রসাদে প্রসন্ন যাত্রা এগিয়ে যায় অকৃপণ—
যদিও মৃত্যু তার অবাধ দাক্ষিণ্যে বারংবার শূন্যে নিক্ষেপ করে
জীবন,

এবং কূটাঙ্গুলিতে ভয়ের অগস্ত্য পান করে
জীবনের প্রবালপ্রশান্ত বিস্তার (ওগো মরণ হে মোর মরণ) !

এ কোন্ দেশ ?
তোমার শরীর শিশু মৃত্তিকায় লগ্ন ক'রে ক'রে
শৈশব কামনা করে দেশমাতা দেশ
এ কোন্ দেশ
অসংখ্য-শিবিরে-রুদ্ধ শিবির কামনা করে
এ কোন্ দেশ ?

ঘরেবাইরে

এই সেই অনেকদিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে।
যেদিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখ,
ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
বৎসরের পর বৎসর একখানি ক'রে টালি খসিয়ে মাথা তুলছে।
বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দুরবলোক্য তর্জনী
তাকিয়ে মনে হয়
আশা নেই আশা নেই
আমার বয়স হাজার কিংবা এ-রকম
আর সামনের ভবিষ্যৎ মানেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধ বর্বর যুগ
যে মারে সেই বাঁচে—
অন্তত মা-র মুখে তাকিয়ে এ-ছাড়া আর কোন্ আশা?

আমি জানি মায়ের এই দম্ভ ঘুচবে না কোনোদিন
অকুলানের সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ভ—
এ দুঃসাহসিক স্পর্ধা তার ভঙ্গুর পদক্ষেপেও কী আশ্চর্য প্রখর ফোটে।
কিন্তু তবু
তবু তার আঙুলের পঞ্চমুদ্রার বঙ্কিমভঙ্গিতে বিধাতা ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ
আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সেই আদিম হা-কপাল শিরশির ক'রে ওঠে
'আর পারি না
তোমরা বরং এই দুর্দম ভার গ্রহণ করো, আমি দেখি
কী আলাদিনের প্রদীপে খবচ কুলোয় রাবণের।
আর ভগবান,
সংসারের কোন্ সাধটা-বা মিটল এই অফুরান ঘানি টেনে টেনে!'
এমন ললিত সন্ধ্যা সোনার পঞ্চপ্রদীপ ছোঁয়াবে শান্ত ছেলের মাথায়
(হায়রে শান্তি)

ধানের শিয়রে পায়রা
(হায়রে শাস্তি)
প্রজাপুঞ্জ বাইরে বেরোয় ঘর ছেড়ে কোন্‌খানে একটু নিশ্বাস মিলবে
শূন্য নীলে কিংবা শহরে
যেখানে ঘর নেই, ঘরের নৈরাশ্য নেই, ঠাকুমার চোখ নেই !

তারপর
সারাদিনের ক্লান্তি মিশে মিশে
সেই অস্বচ্ছ দিনান্তে ভয় নেমে ভীষণ
বাহির কৈল ঘর।

আর দেখব না সেই লাঞ্ছিত চোখ।
যার এক চোখ হাওয়ায় পঙ্গুগ্রাস দেখে দেখে ভয়ে স্থির,
ধর্ষকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শূন্যবন্ধন থেকে
কেঁপে কেঁপে পেছোতে চায়, দেয়ালে লেগে লেগে রক্তের মতো নিশ্বাস টলছে—
আরেক চোখে ভীষণ নির্লিপ্ত ক্ষমা নীরব থেকে থেকে
লজ্জাতুর ক'রে তুলছে যৌবন !
ওগো পসারিনী, যৌবন নীলাম ক'রে ঘাটে ঘাটে
এমন নিষ্ঠুর ক্ষমায় বিঁধো না আমায় যৌবনবতী—
আমি তোমার বন্ধু।

এই অজস্র বলি (মাগো !)
বালির নিচে নিচে কবর কামনা করে,
কতদূর থেকে তৃষ্ণা এসে এসে সমুদ্র ছুঁতে পায় না।
আর মায়ের যন্ত্রণা !

এ কোন্ সৃষ্টির যন্ত্রণা !

সপ্তর্ষি

"Strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto Life ; and few there be that find it."—New Testament.

আমি প্রায়ই ভাবি, মেঘলা-টোপর সন্ধ্যাকে ভালোবাসব প্রিয়ার মতো
হাত বাড়িয়ে ডাকব তাকে এসো এসো। এসো
প্রাত্যহিকের দিনযাপনকে জীবন ক'রে ভরিয়ে দাও—
আমি প্রায়ই ভাবি

সাত ঋষি নিত্য জাগে আকাশে প্রশ্নচিহ্ন তুলে
অন্ধকারের অনিবার্য সূচীভেদ্য আক্রমণ বেদনার ঢেউ তোলে
বুকের উপান্তে,
কঠিন আবিলতায় আচ্ছন্ন নীরক্ত কৃষ্ণ চক্ষু
অগণ্য বুদ্‌বুদের রাশীকৃত অনিশ্চয়তার মধ্যে
মুহুর্মুহু সে-প্রশ্নের উত্তর জোগাবার ভাণ করে !

ইতিহাস স্থির এবং কঠিন
এবং অকম্পিত কৃপাণশোভিত বজ্রহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়
ক্ষমা জোগায় না তার নির্দেশে।
তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত ঘোষণালিপির
শমন পৌঁছয় দ্বারে দ্বারে—
অকৃপণ তার কণ্ঠ :
প্রত্যুষের পাখিকূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে
শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন
ইতিহাসের কুঠারে ঈশ্বরের টুকরো-টুকরো-খণ্ড অভিশাপ
বর্ষণ করে তার মাথায়,

মৃত্যুর শোচনীয় গহ্বরে মুহূর্তে তলিয়ে যায় তারা ;
এবং আর এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে
আহ্বান জানায় সকলকে।

মহতো মহীয়ান দেদীপ্য আশা আমার সামনে,
সপ্তর্ষির প্রশ্ন কোটি হৃদয়ে আবেগবন্ধুর জিজ্ঞাসার অনুরণন তোলে
সতত তরুণ যাত্রা
বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পথেব প্রস্তুতি স্থির করে
আর ঘোষণা করে—
'জীবনের দ্বার সংকীর্ণ এবং পথ দুর্গম
অল্প লোকেই তা পায়' :
কেননা আমরা সেই কতিপয়ের অন্যতম।

মেঘ থেকে ছিন্ন বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত
এবং আমাদের ডেরায় পানীয়ের সন্ধান নেই কোনো—
মৃত্যু যদিও তোমায় স্তূপ স্তূপ জমায়
বৃষ্টি তাকে বন্যা ক'রে কঠিন ছল ভাঙছে।

একটি দুর্গের কাহিনী

[প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যকে]

১

ক্রৌঞ্চমিথুন জীবনস্বপ্ন গেঁথে গেঁথে দিন ক্রান্ত।
আজ প্রত্যুষে বিস্মিতচোখ জটায়ু-জরদ্গব
জীবনকৃত্য ইঙ্গিত করে। সীতার চক্ষুপ্রান্ত
বৃদ্ধশক্তি তীক্ষ্ণজ্বালায় জাগাল। হত স্তব।

আমরা এখন জটায়ু
ছিন্নভিন্ন পক্ষ যদিও, ক্ষতরক্তের বাহু
মুমূর্ষু শ্বাসে উদ্যতটান—তোমায় চিনেছি রাহু।

পুষ্পোদ্যানে হৃদয়বিছানো ছায়াপথ নাকি লিপ্ত?
স্বপ্ন কে বোনে? কে গাঁথে জীবন? ঘরের মলিন দীপ তো
তেলের তৃষ্ণা জপে আর মরে দধীচির হাড় রেখে—
ক্রৌঞ্চমিথুন জীবনগন্ধে সে-হাড় দেখে নি কে কে?

আমার স্বপ্ন অশনি
হৃদয়ের শ্বাসে বজ্রবাহুতে চম্‌কে উঠছে শনি
মুমূর্ষু পল-বিপলে শুনছি তোরণযাত্রা-ধ্বনি।

শান্ত সাগরনদীর চিহ্নে জল্পনা ছিল ঋদ্ধ
অন্তবিহীন মনে মুদ্রিত জগৎ স্বপ্নসিদ্ধ!
কঠিন গোপন সবুজ স্নিগ্ধ নিবিড় দুর্গ মনে
অতীব শান্তি-প্রতীক গন্ধ এসেছিল ক্ষণে ক্ষণে।

আমরা কোথায় জগৎ ?
ললাট-লভ্য ভাগ্য দুরাশা ! মনঃসীমায় পথ
হারিয়ে অন্ধ—তবু প্রত্যয়ে ঋজু এই মনোরথ ।

আদিঅন্তের স্বপ্ন এবং আদিগন্তের চিহ্ন
কুয়াশায় মোড়া ! তবে কি আমার জীবনযাপন ভিন্ন ?
চকিতে দেখেছি দুর্গ ধ্বস্ত হৃদয়ের মৃত কোণে,
অতীব শান্তি-প্রতীক গন্ধ এসেছিল নাকি মনে ?

আমার মূর্ছা ক্ষণিক—
প্রত্যাশাহীন জীবনে আবার শর্ত্ত জেগেছে ঠিক ।
বন্ধু আমায় ক্লীবালিঙ্গন ভোলায়নি দশদিক ।

২

বন্ধু, আমার অপার সন্ধ্যা আসে
দিনান্ত মোছে করুণ ক্লান্ত রথ
সপ্তবর্ণ চিত্রিত বিন্যাসে—
অথই নিরাশা সন্ধ্যায় এ-যাবৎ !

প্রাণান্ত স্বেদে কালের অমোঘ জট
গোলকচক্রে ধায়, তার শেষ পাওয়া
বনকল্প-এ রাজপথে দুর্ঘট ।
তোমার হৃদয়ে শোণিতসিক্ত হাওয়া ।

আশা হতে এই হতাশায় যাওয়া-আসা
সন্ধ্যাকাকলি সন্ধ্যাকাকলি নয় !
উন্মুখ চোখে জীবন-নিষ্ঠ ভাষা—
বন্ধু, এখনো ক্লৈব্য দুরত্যয় ?

বসন্তে কাঁপে দীর্ঘ বনস্থলী
শহরে আর্য-অনার্য সংগ্রাম
বসন্তে কাঁপে দীর্ঘ বনস্থলী
কত কোটি মনে অনার্য সংগ্রাম !

নীরব শাঠ্যে যদিও অক্টোপাস
নিখিল আকাশে ব্যাপ্ত : কঠিন শ্বাস,—
বন্ধু, আমার উদ্দেশে এ-জীবন
সংগতি-ঘন সন্ধ্যায় আনে মন ।

তোমারও মনের বিবর্ণ কোণে কত
ক্রৌঞ্চমিথুন হয় এ' নয় ও' হত !
কুয়াশামলিন অতীতস্বপ্ন জুড়ে
প্রেয়সীর বাসা রূপরাজ্যের পুরে ।

আমার জীবন ডোবকৌপীন-মূল
আমার হৃদয়ে নানান বৌদ্র মেঘ
আমার হৃদয় পর্বতসঙ্কুল
আমার জীবন কঠিন স্রোতের বেগ

বন্ধু, আমার সামনে রিক্ত ঘন
অন্ধকারের কর্কশ বিষে নীল
মূর্ছায় ক্ষীণ জীবনে কি একজনও
দেখায়নি পথ ? জীবনে ঘটেনি মিল ?

দৃঢ়সম্ভব উপসংহারে তবু
যে আসে সে আসে, আমিও এসেছি জেনে
তোমারই হৃদয়ে আমার হৃদয় কভু
আমার হৃদয়ে তোমাব হৃদয় মেনে ।

৩

ক্ষীণাঙ্গ এই অভিজ্ঞতায় তোমায় পেতে তো চাইনি।
জনতাশূন্য নিরেট কক্ষে নীরব প্রণয়কথন
বৈভব মোছে জীবনে, জীবনে জড়ুলচিহ্ন ডাইনী
কঠিন কবলে হৃদয় বাঁধছে রাহুর প্রেমের মতন।

যে আসে সে আসে প্রতিজ্ঞাহীন ক্ষণভঙ্গুর জীবনে,
এক হয়ে যায় প্রখর গ্রীষ্মে শীতে আর ভরাবাদরে।
আমার তৃপ্তি প্রত্যঙ্গের সংগত অনুসীবনে—
যে নেয় সে নেয় বিকলাঙ্গের ক্লৈব্যের শ্বাস আদরে।

বন্ধু আমার নিকটসন্ধ্যা হাতে নিয়ে দেখি মিথ্যে!
এই ভবিষ্যে ঋণশোধ চাই, আমরা দুয়োরে তৈরি।
.যখানে আঙুল যেখানে আঙুল সেখানে সেখানে বৈরী-
বন্ধু আমরা এই ভবিষ্যে পারব জীবন জিততে।

সেই তাকে

অন্ধকারে দুই চক্ষু জ্বেলে
যে চলেছে, যাকে তারা নাম দেয় অবিমৃষ্য ছেলে,
ভবিষ্য পাথেয় ভেবে দৃঢ় ক'রে বাঁধে নি যে ঘর,
চোখে যার মুখে যার যার দুটি আনন্দিত হাতে
নাচনে মাতাল হয় দুর্বিনীত ঝড়—
পথে পথে উল্লাস অথই বাঁধে যাকে, যাকে গাঁথে
সন্ধ্যা তার পুঞ্জীভূত রক্তিম ফেনায় সন্ধ্যাকাশে—
সেই তাকে নিত্য খুঁজি কিন্তু কই নিত্য আসে না সে।

কিংবা সেই মেয়ে
চক্রান্তে আতপ্তভিত্তি সংসারের চোখে চোখ চেয়ে
ভোলে নি যে দগ্ধ প্রেম, ছেঁড়ে নি যে প্রাণে প্রাণে মিল,
ব্যবহারে তুচ্ছ তবু প্রাত্যহিক বিকেলে নিখিল
যার তপ্ত হাতে প্রাণ পায়, নামে পিপাসার্ত ভিতে—
আবিষ্ট দুচোখে যার উচ্ছ্বসিত কথা ফেরে স্বপ্ন দিতে নিতে
নিজেরই সঞ্চয় থেকে সন্ধ্যা যাকে স্নেহ ঢালে ক্লান্তিহীন অনন্ত অভ্যাসে-
সেই তাকে নিত্য খুঁজি তবু কই নিত্য আসে না সে।

খণ্ডিতা

আশ্বাসে-সংশয়ে জীর্ণ আন্দোলিত অপরূপ এ-আমার দেশে দেশে ঘুরে
আমি যদি পথে পথে একমুঠো বাঁচবার মতো প্রাণ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হই
তখন তোমার চোখ একা একা আকাশের মতো ম্লান কেঁপে
মেঘে মেঘে বুক ভরে তপস্যার মতো।

সে তখন প্রেমে প্রেমে দীর্ণ করে বুক, তার দুটি শীর্ণ দীর্ঘ জলরেখা
পাণ্ডুগালে কাঁপে আর জ্যোৎস্না এসে মোছে তার কলঙ্কের আদরিণী ছায়া
পাহাড়ে পর্বতে সেই একই জ্যোৎস্না নিদ্রাহীন শিয়রে আমার
দীপ্ত করে প্রতিজ্ঞার আরক্তিম ক্ষত।

সে কলঙ্কময়ী মেয়ে বিচিত্র আশ্বাসে তবু মুখ তুলে চুপি চুপি ডাকে :
ভুলি নি তোমাকে আমি ভুলি নি—
তারই শব্দে আমি ছুটি দিগন্তরে দিগন্তরে তমিস্রার মতো বন্ধহীন
: ভুলো না আমায় তুমি ভুলো না—
সে তখন প্রেমে প্রেমে দগ্ধ করে দিন তার আন্দোলিত অপরূপ দেশে।

জ্যৈষ্ঠ '৬০

অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধূ ধূ বালুর মাঠ—
সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে।
গ্রীষ্ম এল শূন্য কাঁখে— পোড়া এ তল্লাট
কপাল খুঁড়ে মরল, ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে—
বর্ষা দিল না :
চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা।

আকাশে এক সোনার বাটি উপুড় করে তাপ
বিবশ হলো দুপুর তার দগ্ধ দাহে বিঁধে—
সোনার বৌ বন্ধ ক'রে সংসারের ঝাঁপ
শুকনো চোখে তাকায়, বলে—বৃষ্টি দে বৃষ্টি দে—
বৃষ্টি হলো না :
এই কুটিরে ওই কুটিরে গ্রীষ্ম দিল ঘা।

একটি ছোটো রজনীফুল একটি ছোটো মুখ
তুলতে গিয়ে ভাবল কী যে জানল না তা কাল !
সন্ধ্যা নামে কাঁপন তুলে গন্ধে ভ'রে বুক,
সেই ঘাটে কে একলা কাঁদে, অঝোরে জল ঢাল্—
জল সে ঢালে না :
জ্যৈষ্ঠে এ কী গ্রীষ্ম হলো দারুণ ললনা।

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে

তুমি মাটি ?   কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর আরকিছু নও ?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপি চুপি—
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্যসহচর !   তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি ।

নদী তুমি ?   সে তোমারই শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা
বেদনার ধারা চলে আসমুদ্রহিমাচল ক্ষীণ—
আমার হৃদয় তার দ্বীপে দ্বীপে পুঞ্জ করে তাকে
খালে বিলে ঘাসে ঘাসে লেখা যেই বিদায়ের গান,
বেদনার সঙ্গী, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি ।

তুমি দেশ ?   তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো ?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়া তরু
সেই তুমি ?   সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি !

বলো তারে 'শান্তি শান্তি'

১

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ,
এই যে স্নেহের স্বরে-আলোয় বাতাস আমায় ঘর দিল রে দিল—
আকাশ দুটি কাঁকণ বাঁধে, বলে, আমার সন্ধ্যা আমার ভোর
সোনায় বাঁধা— ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু-মনোরথ!
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে—ভুলে যা তুই, দুঃখের ভোল্ তোর,
ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূন্য খোলে জট!

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, দুঃখ তোমার পল্লবে কি গাঁথা?
তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেয়ো না!

২

আকাশ বলে বাতাস বলে ব্যথা।
ব্যথার তুলি পলাশলাল মেঘে।
ভাঙলে তুমি প্রেমের নীরবতা
দুঃখ আমার টলবে বুকে লেগে!

দুঃখ আমার বুকের টলোমলো
জলের বুকে সন্ধ্যা দিল এঁকে—

ব্যথায় লেগে বন-বনানী হলো
আমার মতো, আমার মতো কে কে ?

আমার মতো বাতাস জানে ডানা,
আমার মতো সূর্য জানে ফুল,
তোমার চোখে নিদ্রা হলো টানা
মরণমুখী সূর্য আর জাগনলোভী চাঁদে
আকাশ পরে স্নিগ্ধ দুটি দুল !

৩

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অস্তদীঘির পার,
যেখানে এই চোখ মেলেছ সেইখানে কার শান্তি কেঁদে মরে ?
নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে—
যেখানে যাও সেখানে নেই শান্তি তোমার সেখানে নেই আর !
দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দরে
যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে—
আকাশ-ভাঙা বন-বনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে কার !

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, রক্তে ঘটের সিঁদুর হবে টানা,
তুমি আমার ঘর ছেড়ে মা কোথাও যেয়ো না।

৪

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন ?
নীলদুয়ারে ঘা দিল ভাই মেঘের সেনাগুলো।

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন ?
ভয়ের দুয়ার-বন্ধ ঘর কাঁপছে জড়োসড়ো—
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে বড়ো !

মাগো, আমার মা—
ঝড় নেমেছে দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা

যমুনাবতী

One more unfortunate
        Weary of breath
Rashly importunate
        Gone to her death.
                Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
        একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
        বাঁচার আনন্দে !
নোটন নোটন পায়রাগুলি
        খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
        ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই   কী ক'রে যে ভাত দিই   হায়
হায় তোকে ভাত দেব   কী দিয়ে যে ভাত দেব   হায়

নিভন্ত এই চুল্লী তবে
        একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
        মরার আনন্দে !
দু'পারে দুই রুই কাৎলার
        মারণী ফন্দী
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
        মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায় !
ধার-চক্‌চকে থাবা দেখছ না হামলায় ?
যাস্‌নে ও-হামলায়, যাস্‌নে !

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না —
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল !
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্‌ঝন্‌ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল।
পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক ধক্‌, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি !

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে !

ধানে গানে বসুধায়

সূর্যমুখী

ইচ্ছে হলো ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম ! এ যে কঠিন !'

কী যে ছোট্ট বাড়ি-
সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেল কবে আড়ি !

পীতল মুখে শূন্যে ঝোলে সূর্য সারা দুপুর
ঘরেতে তার তাপ পৌঁছয়, জ্বর হয়েছে খুকুর ।
শুক্‌নো ভাঙা বেদানা তার মাথার কাছে খোলা,
ছোট্ট দুটো হাত ভ'রে দেয় বুকে কঠিন দোলা,
লালছলোছল আলগা চোখে তাকাল ভয়-ভয়,
যে দেয়ালেই চোখ পড়ে তার সে দেয়ালেই ক্ষয়
হঠাৎ জোরে কেঁপে উঠল, আলো দেখব মাগো—

এ কী বিপুল সহ্য সখী ! জাগো কঠিন জাগো !

বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন ভারি
সকালও যার মুখ দেখে না বিকেল করে আড়ি ?

অন্যরাত

মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ধুলোর মতো ছোটে
যে কথাটা বলব সেটা কাঁপতে থাকে ঠোঁটে.
বলা হয় না কিছু—
আকাশ যেন নামতে থাকে নিচুর থেকে নিচু
মুখ ঢেকে দেয় মুখ ঢেকে দেয়, বলা হয় না কিছু।

মুখ ঢেকে দেয় আড়াল থেকে দেখি পক্ষ্মপুটে
জলে জমল বেদনা আর কেঁপে দাঁড়ায় উঠে
নানারঙের দিন—
সোনার সরু তারে বাজনা বাজে রে রিন্‌রিন্‌
বেদনা তার জাগায় মধু-হাওয়ায় ভরা দিন।

মস্ত বড়ো অন্ধকারে স্বপ্ন দিল ডুব—
বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন খুব?
মিলাল সংশয়—
শান্ত ডানায় জল ভ'রে কে তুলল বরাভয়
কঠিন নয় কঠিন নয় বাঁচা কঠিন নয়!

এই প্রকৃতি

ঘুরে ঘুরে এই প্রকৃতি কী কথা কয় ?
সে বলে যায় প্রেমের মতন আর কিছু নয় !

এই যে ভালোবাসছি আমি সাতসাগরা ধরিত্রীকে,
এই যে স্নেহের সুধা, সুধায় ছড়িয়ে দিলুম শরীরটিকে—
স্নিগ্ধ সবুজ ললাট মেলে সেই যেখানে দিগন্তে সে
আপন মনে তাকিয়ে থেকে একটুখানি স্বপ্নে মেশে—
তার বুকে যে শ্রান্তিবিহীন তৃপ্তিবিহীন জ্বলছে প্রণয়
কেউ জানো তা ? সে শুধু কয়, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

এখন তখন যখন যাকে দেখছি মনে হচ্ছে চেনা
হাত বাড়িয়ে ডাকছে তারা, 'দে না রে ভাই, হৃদয় দে না'।
দুচোখ ভরা স্নেহের প্লাবন, শূন্যে নাচে প্রাণের মুঠো,
বাঁধনহারা কাঁপন তোলে উদাসী দিনরাত্রি দুটো—
সবাই মিলে তারা আমায় গুনগুনিয়ে কেবল শোনায়,
তোমরা শোনো, প্রেমের মতো আর কিছু নয় আর কিছু নয়।

সে তো কেবল এই কথাটাই গুনগুনিয়ে নৃত্যে ফেরে
'দে তোরা দে, আমার বুকে স্নেহের আগুন জ্বালিয়ে দে রে।'
আকাশ-ভরা নীল টলেছে মাটির ভরা-বুকের টানে,
এরকূল ওকূল দুকূল ভেঙে জল ছুটে যায় কী সন্ধানে,
গাছ কেঁপে যায় ফুল তোলে মুখ, সন্ধ্যা ভোরের আলোর বিনয়-
সবাই মিলে গান তুলেছে, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

পথ

পথের বিলাস যায় পথে পথে বিলাতে বিলাতে—
উদ্‌বৃত্ত থাকে না কিছু— এ বড়ো আশ্চর্য লাগে সখী।
যত ছন্দ বাজে, যত তৃপ্তি দেখো স্ফটিক নীলাতে
তাতে খুঁজে দেখো, প্রশ্ন ক'রে দেখো 'আছো কি আছো কি'-
থাকে না সে কিছুতেই, মেলে না যা কিছুতে মেলে না.
ঘরে যাকে পেতে চাও সে পালায় পথে পথে ঘুরে।
স্ফটিকে নীলায় যাকে পাও, প্রাণভরণের দেনা
তাতেও মেটে না তাই ছুটে চলি আরো আরো দূরে।

এ কেমন মন্দ নয় তবুও পথেই বাসা ভরা—
দৃষ্টিতে মেলে নি যাকে সৃষ্টি ভ'রে তাই অনুভব।
মন্দ নয় গিয়ে বসা জমায়েতে, নির্দয়-অক্ষরা
প্রকৃতির কথা শোনা, দূরোদয়শ্চক্রনিভ সব
গোল হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে,
ফুল ছোঁড়া রঙ্‌ ছোঁড়া প্রাণহীন স্থবির ভিলাতে।
যে বিলাস অন্তহীন ধুলাগত পলাশে অশোকে
পথের সে প্রেম যাক পথে পথে বিলাতে বিলাতে।

ঘনমায়া

যে যে রঙ লাগে এই প্রাণের প্রসারে তাকে রাখো,
বিমুখ হয়ো না মগ্ন পৃথিবীর প্রাণের প্রবাহে।
বিশীর্ণ ক'রো না ধারা, ঘুরে ঘুরে যতই বিলাক্ ও
মাটিতে ক্ষয়ের লেখা, ছায়াতে ভয়ের লেখা। বা এ
প্রসন্ন প্রভাতে যদি দেখো প্রেমে আবিষ্ট দুচোখে
সকলই তোমার গান সকলই তোমার গান—যদি
অসংখ্য আনন্দভরে দুহাতে জীবন দাও ওকে—
মোহ নয় মোহ নয়: এ-চাওয়াই সমুদ্র অবধি।

দেখো কী মাটির মায়া দেখো কী গানের মায়া প্রিয়া,
তোমাকে এনেছি এই অপার ব্যবধি পার ক'রে।

বিচিত্র লেগেছে তাকে নানা প্রাণে নানান আভাসে।
মনে হয় মৃত্যু যেন তুচ্ছ, সে তো কিছুতে পারে না
মুছে নিতে মুখ তার। কী যে তীব্র উজ্জ্বল আভা সে
মুখে, তারই ছোঁয়া লাগে সন্ধ্যাকাশে ভোরে এই চেনা
জীবনে জীবনে তারই গন্ধ লাগে, চেনা শোনা কথা
যখনই একান্তে গোনো ছোটো ছোটো ব্যথা হয়ে ফেরে—
এ-ও যেন প্রেম এক, এ-ও এক আলস্যের লতা
ঈষৎ ব্যথিত চোখে ঈষৎ আবেশে বাঁধে এরে।

মাটির কী মায়া দেখো গানের কী মায়া দেখো প্রিয়া,
তোমাকে এনেছি এই সকল ব্যবধি পার ক'রে।

ধানে গানে বসুধায়

আনন্দে চিরায়ু চাও, লগ্ন তুমি প্রত্যহের স্রোতে।
উদাত্ত প্রান্তর জুড়ে দুপুরের রৌদ্র পায় ছুটি—
বুকের অনন্ত ইচ্ছা ছুটে আসে ভূমিগর্ভ হতে
দুঃখের সবুজ গুচ্ছে তোমার সম্পূর্ণ হাত দুটি :

ধানে ধানে ঢেউ যেন ধান নয় ধান নয় তারা।

উপরে আকাশ ঢাকে প্রকাণ্ড ডালায় বসুধারা—
নিচে খুলে খুলে যায় সব তুচ্ছ সবুজের মুঠি,
প্রত্যেক পাতার বিন্দু দেখার আনন্দে দিশেহারা
ধানে গানে বসুধায় মিলায় অপার ভালোবাসা :

গানে গানে ধারা যেন কেউ নয় কিছু নয় তারা।

ব্যাকুল প্রাণের শস্যে মাতামাতি তপ্ত সেই দিকে
'সংগীতে রঞ্জিত হব' এই মাত্র ইচ্ছের স্ফটিকে
ঠিকরে পড়ে যৌবনের প্রাত্যহিক আলো, ফুল ফোটা

ভালো লাগে লাগে ভালো
অসহ্য তিমিরে ভিন্ন আকাশে মাটিতে অন্ধ
প্রেমের কান্নাতে বেজে ওঠা।

সকাল দুপুর সন্ধ্যা

বুঝতে পারি এ-শহরে সমস্ত ধুলোরই মানে আছে।
দীর্ঘ দীর্ঘ সূর্যরেখা ছিটকে গেলে ভাঙা টুকরো কাঁচে
যে আশ্চর্য মনে হয় প্রাণের সোনালি সরু সুতো—
মনে হয় সে আনন্দে আমি কিছু নই অনাহূত।
আঁকিবুঁকি গলি, পথ, দোকান-পসার, ছোটো সিঁড়ি
অন্ধকার ভিজে ঘর কুঁকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি
তারই মাঝখানে যদি আনন্দের আশার আবেগে
চমকে ওঠে হাওয়া—তবে তারই বুকে হাত রেখে রেখে
জানতে পারি জীবনের অমেয় প্রেমের অভিমান
গান শুনে প্রাণ পায় কান্নার ক্ষুধায় ভরা কান !

বুঝতে পারি যে-আলপনা ভ'রে রাখে রাত্রের ভোরের
দুখানি আকাশ আর অকস্মাৎ কোনোদিন ফের
তুলে নেয় রঙে-বোনা স্বপ্নগুলি—নিদ্রিত দুখানি
সুন্দর চোখের ছবি আঁকে সেই ছবি জানি আমি।
জানি আমি কী-প্রত্যাশা দুপুরের রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে
খুঁজেছি দুচোখ ভ'রে, শুনেছি সে স্বর্ণের নূপুরে
কী ভাষা, পিপাসা তার মেটেনি মেটেনি কোনোদিন—
সমস্ত দুহাত ভ'রে এ শহর ফিরে চায় ঋণ,
হাওয়ার আঘাত এসে বুকে লেগে স্নেহে ভরে মন
কোমল কঠিন ভরা উদ্বেলিত স্তনের মতন !

বুঝতে পারি সন্ধ্যা তার রিনিকিরিনিকি কোলাহলে
কাঁকণ বাজিয়ে গেলে, অন্ধকার বিকীর্ণ আঁচলে
স্তব্ধ ক'রে প্রাণ ফিরে চ'লে গেলে দূরের বাসায়।

অস্ফুট প্রণয় পেলে যে-সংকেতে মেলে তার সায়
দুচোখে খুঁজেছি তাকে ছুটে ছুটে, পথের কাকলি
না শুনে না শুনে—কিন্তু তার শুধু কথা-বলি-বলি
আভাস, বলে না কথা, তার কোনো ভাষা নেই মোটে-
জ্যোৎস্না এসে নামে ধীরে ইটের সিঁড়ির দুটি ঠোঁটে
ঠিক রাত্রি বারোটায়, ঝিকিমিকি গোলদীঘির জল,
প্রাণের দীঘিতে প্রাণ শুনে যায় প্রাণের মাদল !

দেখি, দেখি। অন্তহীন দেখে তাকে জীবনের পাশে
বুঝতে পারি এ-শহরে আমারও বাঁচার মানে আছে।

মেঘে-মেঘে

কখন মেঘের নিচে সবুজ আগুন জ্ব'লে ওঠে
জলের মতন তারা গ'লে গ'লে বেড়ায় আকাশে,
আভায় আভায় মৃদু মেঘের সোনালি সরু ভ্রূতে
প্রাণের বাতাস লাগে, হাওয়ার মাতন লাগে গাছে—
বলো তারে প্রেম, গান দাও তারে দুঃখের শ্লোকে :
তোকে আমি ভুলব না, কিছুতে না, ভুলব না তোকে।

কখন মেঘের দিনে হাওয়ার শিহর লাগে বুকে
শীতের মতন তারা কেঁপে কেঁপে জড়ায় আবেশে,
গাছের শীতল ছায়া ম্লান চোখ মেলে যুগে যুগে,
একটি করুণ আশা একটি স্মরণে ওঠে নেচে—
তারে ভালোবাসো, ভাষা দাও তারে দুঃখের শ্লোকে :
তোকে আমি ভুলব না, কিছুতে না, ভুলব না তোকে।

কখন মেঘের বাসা ভেঙে কোনো ঝরোঝরো জলে
সুচের মতন নামে পাগল, পাগল ভালোবাসা,
'আশা ছাড়ো, আশা ছাড়ো' রব ওঠে দিকে দিকে, ঘরে,
ঘরের বাঁধন ভেঙে নেমে আসে জীবনের বাঁচা—
বলো তারে প্রিয়, কথা দিয়ো তারে দুঃখের শ্লোকে :
তোকে আমি ভুলব না, কিছুতে না, ভুলব না তোকে।

ভাষা

আচারে ও আচরণে মনে হয় পিতামহী-সমা !
একটি শ্যামল রেখা পড়ে নি সে-দুখানি ভুরুতে।
শৈশবসুলভ ভঙ্গি পায় না কি অবিরাম ক্ষমা
তার কাছে। তাই যদি, তাতে আর ধার্মিক পুরুতে
কী প্রভেদ ? কিংবা যদি ধরো কোনো যৌবন-কল্লোলে
ডেকে আনি কুণ্ঠাহীন উন্মাদনা দুই ঠোঁটে তার—
তার দুটি চোখ যদি নিন্দার আভাসে পর্ণ খোলে
তবে তাকে প্রিয়া বলে মিছিমিছি ডাকা কেন আর ?

সে বলেছে তার প্রেম ভাষাহারা সুরের স্মরণে
ঋতুর শরীরে কাঁপে। সে বলেছে, 'তারার যাপন
কখনো দেখো নি তুমি আকাশের সুমেরু-শিখরে ?
আমার প্রণয় বাঁচে তারই মতো নির্জন ভরণে।'
আমি তাকে ভালোবাসি ? সম্ভবত। নতুবা এমন
দুর্বল অক্ষম ভাষা স্নেহভরে মেনেছি কী করে ?

কলহপর

যত তুমি বকোঝকো মেরেকুটে করো কুচিকুচি—
আমি কিন্তু তবু বলব এ সবেই আন্তরিক রুচি :
ঘরে থাকতে অল্প মতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা,
আকাশে বিচিত্র মেঘ নানাছন্দে তোলে যে অপেরা
তাতে লুপ্ত হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা
পোড়া-মুখে চিহ্ন তার অকুণ্ঠ বিস্মিত ভালোবাসা !
ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় টলে কণ্ঠাবধি সমস্ত শরীব,
অভ্যাস মরে না জেনে দুই চোখে তুমি তোলো তীর
তা সত্ত্বেও বিনাস্নানে ভালো লাগে মধ্যাহ্নভোজন।

স্বাস্থ্যকে তা ক্ষুণ্ণ করে, দিনে দিনে কমায় ওজন,
ভদ্রতা বিপন্ন হয়— নানাজনে করে কানাকানি,
এ সবই যে দুঃখপ্রদ, সন্দেহ কী, অবশ্য তা মানি।
কিন্তু তবু নিরুপায়। স্বভাবে যে পৃথিবীর মুঠি
তাকে আলগা করা তার সাধ্য নয়— প্রকাণ্ড ভ্রূকুটি
প্রকাণ্ড দুর্বৃত্ত দিন মুষড়ে পড়ে যে-আমার পায়ে
সে যে মরে ছুটে ছুটে মগ্ন হয়ে বিবিধ অন্যায়ে
তাকে কী ফেরাব আমি ! অসম্ভব, অসম্ভব প্রিয়
আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয় !

আড়ালে

দুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতার
কোমলতাগুলি হারালে —
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।

যখন যা চাই তখুনি তা চাই।
তা যদি না হবে তাহলে বাঁচাই
মিথ্যে, আমার সকল আশায়
নিয়মেরা যদি নিয়ম শাসায়
দগ্ধ হাওয়ার কৃপণ আঙুলে—
তাহলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবনে ছাই।

মেঘের কোমল করুণ দুপুর
সূর্যে আঙুল বাড়ালে—
তোমাকে বকব, ভীষণ বকব
আড়ালে।